রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (1948)
(The United Nations Declaration of Human Rights, 1948)

রাষ্ট্রসংঘের মূল উদ্দেশ্য মানবকল্যাণ সাধন। তাই এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের সনদে বারবার মানুষের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকার বিষয়ে যে নীতি ঘোষণা করেছে তা দীর্ঘ প্রস্তুতির ফসল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই মানবাধিকার সম্পর্কে আন্তর্জাতিক চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। বিংশ শতকে দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানুষের দুর্গতি ও বঞ্চনা মানবাধিকার রক্ষার আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন শান্তিচুক্তিতে মানব অধিকার রক্ষার ইচ্ছা ঘোষণা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে নাৎসী অত্যাচারের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে মানব অধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানব অধিকার বিষয়ে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সনদের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রসংঘ মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর এবং নারী-পুরুষ ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের সমান অধিকারের ওপর আস্থা স্থাপন করছে।

1(3) নং সনদের ধারা অনুসারে রাষ্ট্রসংঘ বিশ্বের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা ও নরনারী নির্বিশেষে সকলের সমান মানব অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাবকে উৎসাহিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তুলবে।

রাষ্ট্রসংঘের 6 টি বিভাগের (সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, সচিবালয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, সচিবালয়, আন্তর্জাতিক আদালত) ওপরই মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

▲ তবে ঐ সব ঘোষণা ও উল্লেখ সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানব অধিকার বা মৌলিক স্বাধীনতা বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দান করা হয়নি।

▲ মানবাধিকার রক্ষার জন্য সদস্য রাষ্ট্রদের ওপর কোনো আইনগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

▲ মানবাধিকার প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না।

রাষ্ট্রসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 1946 সালে তার প্রথম অধিবেশনে মানব অধিকার সংক্রান্ত একটি কমিশন স্থাপন করেছিল। ঐ কমিশনের ওপর একটি আন্তর্জাতিক অধিকারের ঘোষণাপত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কমিশন 1948 সালে মানব অধিকারের একটি খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরী করেছে। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভা 1948 সালের 10 জানুয়ারী সেই খসড়া ঘোষণাপত্রকে মানব অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র বলে গ্রহণ করেছে (Universal Declaration of Human Rights)।

Scanned with CamScanner

ঐ ঘোষণাপত্রের 1 নং ধারায় স্বাভাবিক অধিকারের ধারণা গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করে ও মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে সকলে সমান।

2 নং ধারা থেকে 21 নং ধারা পর্যন্ত বিভিন্ন পৌর ও রাজনৈতিক অধিকারের বর্ণনা আছে।

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (Civil and Political Rights)

2 নং ধারায় বলা হয়েছে যে জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম বা রাজনৈতিক মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উদ্ভব, সম্পত্তি, জন্মসূত্র ও অন্য যে কোনো মর্যাদাভিত্তিক ভেদাভেদ-নিরপেক্ষভাবে এই ঘোষণায় বর্ণিত সব অধিকার ও স্বাধীনতায় প্রত্যেকের দাবি আছে।

3 নং ধারায় বলা হয়েছে যে—প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার আছে।

4 নং ধারা অনুসারে সব রকম দাসপ্রথা ও দাসব্যবস্থা নিষিদ্ধ করা হবে।

5 নং ধারা অনুসারে কাউকে নিপীড়ন করা যাবে না ও কারোর প্রতি নিষ্ঠুর ও অপমানকর আচরণ করা বা শাস্তি দেওয়া চলবে না।

6 নং ধারা অনুযায়ী সব মানুষের সর্বত্র আইনের চোখে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অধিকার আছে।

7 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আইনের চোখে সবাই সমান এবং সকলের আইন দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

8 নং ধারা অনুসারে সংবিধান বা আইনের সূত্রে প্রাপ্ত যে কোনো মৌলিক অধিকার ভঙ্গের জন্য যথাযথ জাতীয় ট্রাইবুন্যালের কাছ থেকে প্রতিকার পাবার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

9 নং ধারা অনুসারে কাউকে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করা বা নির্বাসন দেওয়া চলবে না।

10 নং ধারা অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা অপরাধমূলক অভিযোগ নির্ণয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের কাছে সেই ব্যক্তির ন্যায্য ও প্রকাশ্য শুনানি পাবার অধিকার আছে।

11 নং ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ হিসেবে গণ্য হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। আইনানুসারে প্রকাশ্য বিচারে সেই ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করতে হবে।

12 নং ধারায় বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তির গোপনীয়তায় নাক গলান যাবে না এবং গোপনীয়তা ভঙ্গ হলে প্রত্যেকের আইনগত সুরক্ষার অধিকার আছে।

13 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাচল ও বসবাসের অধিকার আছে। প্রত্যেকের নিজের দেশ ছেড়ে যাওয়ার ও ফিরে আসার অধিকার আছে।

14 নং ধারায় বলা হয়েছে যে উৎপীড়ন থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অন্য দেশে আশ্রয় চাওয়ার ও আশ্রয় ভোগ করার অধিকার আছে।

15 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের জাতীয়তার অধিকার আছে।

16 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর বিবাহ করা ও পরিবার গঠনের অধিকার আছে। বিবাহকালীন ও বিবাহ বিচ্ছেদকালীন সব অধিকার সকলে সমান ভাবে ভোগ করতে পারবে।

17 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রত্যেকের সম্পত্তির মালিকানায় অধিকার আছে।

18 নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রত্যেকের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে।

19 নং ধারা অনুসারে প্রত্যেকের মতামতের স্বাধীনতা ও প্রকাশের স্বাধীনতা আছে।

20 নং ধারা অনুযায়ী—প্রত্যেকের শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার ও সংগঠন করার অধিকার আছে। তবে কোনো সংগঠনে যোগদানের জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না।

21 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের সরাসরি বা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজের দেশের সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার আছে।

প্রত্যেকের নিজের দেশে জনসেবায় অংশ নেবার অধিকার আছে।

Scanned with CamScanner

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার (Economic, Social and Cultural Rights)

ঘোষণাপত্রের 22 থেকে 28 নং ধারায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের উল্লেখ আছে।

22 নং ধারা অনুসারে সমাজে সকলের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। মানুষের মর্যাদা রক্ষা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রত্যেকের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থাকা প্রয়োজন।

23 নং ধারা অনুযায়ী—

— প্রত্যেকের কাজের অধিকার, কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের অধিকার, ন্যায়সঙ্গত ও সহায়ক কাজের পরিবেশের অধিকার ও বেকারত্ব থেকে মুক্ত হবার অধিকার আছে।

— একই কাজের জন্য একই মজুরী পাওয়ার অধিকার আছে।

— কর্মরত অবস্থায় প্রত্যেকের উপযুক্ত ও ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার আছে।

— প্রত্যেকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার আছে।

24 নং ধারায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের বিশ্রামের ও অবকাশের অধিকার আছে।

25 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেকের উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান পাওয়ার অধিকার আছে। এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসার সুযোগ ও প্রয়োজনীয় সামাজিক সেবা। মাতৃত্বকালীন এবং শৈশব অবস্থায় বিশেষ যত্ন পাওয়ার অধিকার আছে। প্রত্যেক শিশুর সামাজিক সুরক্ষা প্রাপ্য।

26 নং ধারা অনুযায়ী—সকলের শিক্ষার অধিকার আছে।

27 নং ধারা অনুসারে—সকলের স্বাধীনভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ গ্রহণের অধিকার ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুবিধা লাভের অধিকার আছে—সব বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীর প্রাপ্য নৈতিক ও বৈষয়িক সুফলের সুরক্ষা বিষয়ে অধিকার রয়েছে।

মানবাধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণাপত্র

পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার (3-21 নং ধারা) :

1. জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।
2. দাসত্ব থেকে মুক্তির অধিকার।
3. অত্যাচার ও অমানবিক আচরণ এবং শাস্তি থেকে মুক্তির অধিকার।
4. আইনের চোখে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতির অধিকার, বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার না হবার অধিকার, সুবিচার পাওয়ার অধিকার।
5. ব্যক্তিগত, গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ ও ব্যক্তিগত কাগজপত্র বিষয়ে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির অধিকার।
6. চলাচলের অধিকার, আশ্রয় পাবার অধিকার, জাতীয়তার অধিকার।
7. বিবাহ করার ও পরিবার গঠনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার।
8. চিন্তার ও বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা।
9. শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশের অধিকার, সংঘ গঠনের অধিকার।
10. সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার, জনসেবায় অংশগ্রহণের অধিকার।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ (22 থেকে 27 নং ধারা) :

— সামাজিক সুরক্ষার অধিকার।

— কাজের অধিকার, সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার, শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার।

— বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার।

— স্বাস্থ্যরক্ষা ও ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনযাত্রার মানের অধিকার।

— শিক্ষার অধিকার।

— সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ নেবার অধিকার।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার নির্দেশে মানব অধিকার কমিশন দুটি চুক্তিপত্র রচনা করেছে—পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়কে চুক্তিপত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্র।

Scanned with CamScanner